# আলফাজর

## পর্ব - ২


সমপাদক

হিলাল বিন দুলাল গাযী

মাওলানা ইরফান আলী

মাওলানা আবদুল্লাহ আননোমান

নির্বাহী সমপাদক

আবদুল্লাহ আল মামুন

প্রকাশনায়

মিদরাস

যোগাযোগ

01331071512

পিডিএফ মূল্য

পাঁচ টাকা

# সূচিপত্র


একটু থামো, একটু দেখো……...……………………৩

আসিফা বানু; ঝরে যাওয়া ক্ষত বিক্ষত এক ফুলের নাম...৫

উদ্ধৃতি……………………………………………৭

রমাদানের সেই দিনগুলো…………………...……৯

# একটু থামো, একটু দেখো

🖉 উমমু আবদিল্লাহ

এই পৃথিবীটা আসলেই অদ্ভুত, তাই না? আমরা ছুটছি—প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, এক মুহূর্তের জন্যও থামছি না। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছো, এই দৌড়ের শেষে কী আছে? আমরা চাই আরও ভালো কিছু, আরও বেশি কিছু, কিন্তু মাঝে মাঝে যা আছে, সেটুকুই উপভোগ করতে ভুলে যাই।

আজ একটু থামো। একটু দেখো।

যে সূর্যাস্ত প্রতিদিন তোমার জানালা দিয়ে হারিয়ে যায়, সেটাকে মন দিয়ে দেখো। যে পথ ধরে প্রতিদিন হাঁটো, সেখানে নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করো। কোনো এক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করো। কোনো পাখির ডাক শুনে তার ভাষা বোঝার চেষ্টা করো। এক মুহূর্তের জন্যও যদি সব কোলাহল থামিয়ে

প্রকৃতির শব্দ শুনতে পারো, তবে বুঝবে—এই ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেই কত সুখ লুকিয়ে আছে।

এবং হ্যাঁ, তোমার চারপাশের মানুষগুলোকে ভালোবাসো। যাদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয়, কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাতে যাদের কথা বলা হয় না, তাদের একটা হাসি দাও। অনেকদিন যাকে মনে পড়েনি, তাকে একটা মেসেজ পাঠাও। দেখবে, জীবনটা একটু হলেও সহজ আর সুন্দর মনে হবে।

আমরা সবাই সুখের খোঁজ করি, কিন্তু অনেক সময় সেটাই খুঁজতে ভুলে যাই যা আমাদের খুব কাছেই আছে। তাই আজ একটু থামো, একটু দেখো, একটু অনুভব করো—জীবন আসলে এতটা কঠিন না, যদি আমরা বাঁচতে শিখি।

# আসিফা বানু:
# ঝরে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত এক ফুলের নাম

আবদুল্লাহ গাযী

## দুই.

১০ জানুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার পর ১২ জানুয়ারি আসিফার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু তার বাবার মতে পুলিশ সাহায্য করেনি। উল্টো একজন পুলিশ অফিসার ৮ বছরের শিশুর ব্যাপারে ঠাট্টা করে বলেছিলো, আসিফা নিশ্চয় কোনো ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে।

পাঁচ দিন পর ১৭ জানুয়ারি অবশেষে আসিফার মৃতদেহ স্থানীয় লোকজন খুঁজে পায়। হাড়গোড় ভাঙ্গা, ক্ষতবিক্ষত, রক্তে ঢাকা ছোট্ট একটি লাশ। আসিফার মা রাজিফা, যিনি তার মেয়েকে দেখতে জঙ্গলে ছুটে এসেছিলেন, তিনি বলেন যে, "তাকে (আসিফাকে) নির্যাতন করা হয়েছিলো, তার পা দুটি ভাঙা ছিলো,… তার নখ কালো হয়ে গিয়েছিলো এবং তার হাত ও আঙ্গুলে নীল ও কালো দাগ ছিলো।"

ঐ দিনই আসিফার ময়নাতদন্ত করা হয়। অটোপসি রিপোর্ট অনুযায়ী আসিফাকে ধর্ষণ ও হত্যার পূর্বে ডোপিং পদার্থ (যা শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়) ও সেডেটিভ ট্যাবলেট (যা স্নায়ু শান্ত করে এবং ঘুম আনতে সাহায্য করে)

খাওয়ানো হয়েছিলো। এমনকি আসিফাকে অভুক্ত রেখে ৪ দিন ধরে টানা গণ-ধর্ষণ করা হয়।

যখন আসিফার মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তখন ধরে নেয়া হয়েছিলো যে এটি যৌন সহিংসতার আরেকটি ঘটনা যা ভারতে নিয়মিতই ঘটে। সম্ভবত যৌন শিকারীরা এখন ভারতীয় উপনিবেশিত কাশমীরেও চলে এসেছে। যদিও গত তিন দশক ধরে কাশমীরী নারী ও মেয়েরা ধর্ষিত হয়ে আসছে উপনিবেশিক সেনাবাহিনীর হাতে।

আসিফার লাশ পাওয়ার পরবর্তী তিন মাস ধরে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ঘটনাটি তদন্ত করে এবং গভীর এক বর্বর চক্রান্তের ঘনকালো অধ্যায় আবিষ্কার করে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তের ১৬ পৃষ্ঠার চার্জশিট থেকে জানা যায় যে, এটি ভারতের নিয়মিত আর দশটি ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার মতো নয়। বরং আসিফার অপহরণ, গণধর্ষণ ও হত্যা ছিলো পূর্বপরিকল্পিত। সঞ্জি রাম নামের উগ্র হিন্দুত্ববাদী লোকটি কাশমীরের বৃহৎ মুসলিম গোত্রগুলোর একটি- বাকরওয়াল সম্প্রদায়ের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতো। এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে তার সহযোগীদের সাথে মিলে সঞ্জি রাম ভীতি সৃষ্টি করে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দু প্রধান গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলো।
চলবে…

১) প্রবৃত্তির মনোবাসনা মানুষকে বন্দি করে রাখে। সফলতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা এটি। - হিলাল বিন দুলাল গাযী

২) আমাদের কর্মময় জীবনে সবকিছুর বিদায় আছে। বিদায় নেই শুধু একই পথের পথযাত্রী দুটি প্রাণের। - হিলাল বিন দুলাল গাযী

৩) আশা প্রত্যাশার দরজা বন্ধ করে দেওয়া, সন্তুষ্টির শামিয়ানা তলে আশ্রয় নেওয়া— এর মধ্যেই আছে শান্তি। - - হিলাল বিন দুলাল গাযী

৪) মুরতাদদের হটানোর জন্য শরীয়ত কি ভোটে নামতে আদেশ দিয়েছে না কি কতল ও কিতালের আদেশ দিয়েছে?

৫) অপসারণ করে ক্ষান্ত রাখা তো পরের কথা, কোনো মুরতাদকে হত্যা না করে জেলে ভরে রাখার অনুমতিটুকুও কি শরীয়ত দেয়?

৬) বর্তমান ভোটাভুটিকে খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ফেরেব ও ধোঁকা।

৭) খুলফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার দ্বারা খলিফা নির্বাচনে স্বাধীনভাবে মনগড়া যা ইচ্ছা তা-ই করার সুযোগ সৃষ্টি হয় না, বরং খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কি হবে তা সুনির্ধারিত হয়।

৮) খলিফা নির্বাচনের অধিকার কেবল উমমাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিগণই রাখেন। সাধারণ জনগণ এই অধিকার রাখে না।

# রমাদানের সেই দিনগুলো

রুশো আরভি নয়ন

রমাদান এলেই আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহর যেন একটু বেশি শান্ত হয়ে যেত। দিনের আলো নরম হয়ে আসত, বাতাসে এক ধরনের প্রশান্ত গন্ধ ভেসে বেড়াত। বাজারের দোকানিরা দুপুরের পর থেকেই ভাজাপোড়া খাবার সাজিয়ে বসত, আর মাসজিদের মাইকে সাহারির শেষ মুহূর্ত থেকে ইফতারের আগপর্যন্ত এক ধরনের ধীর লয়ে কুরআন তিলাওয়াত বাজতে থাকত। এসব শুনলেই মনে হতো, পুরো শহরটা যেন অন্য এক ছন্দে বেঁধে গেছে।

আমার শৈশবের রমাদান মানেই ছিল ইফতারের অপেক্ষা, সাহারির ঘুমঘোর মজা, আর রোজা রাখা নিয়ে আমার আর ছোট ভাই রায়হানের একরকম প্রতিযোগিতা।

"আমি আজ পুরো রোজা রাখব!"—সাহারির সময় মুখ গম্ভীর করে ঘোষণা দিত রায়হান।

"দেখি দেখি, দুপুর গড়িয়ে গেলে কার চোখ আগে কপালে ওঠে!"—আম্মা হেসে বলতেন, যেন আগের দিনের ঘটনাগুলো তিনি এখনই দেখতে পাচ্ছেন।

সকালের দিকে রোজা রাখার অনুভূতি বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। মনে হতো, আমি কোনো এক রহস্যময় অভিযানে নেমেছি, যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। মা যখন রান্নাঘরে সকালের নাস্তা বানাতেন, আমি বীরদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জানালার ধারে বসতাম। যেন প্রমাণ করতে চাইতাম—রোজা রাখার সিদ্ধান্ত আমার কাছে সামান্য কিছু।

কিন্তু বেলা বাড়তে না বাড়তেই শরীর যেন ধীরে ধীরে অন্য এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করত। দুপুরের দিকে এসে পেট ফাঁকা হয়ে গেলে মনে হতো, শরীরের ভেতর কোথাও একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। মাথার ভেতর কেমন যেন কুয়াশা জমে যেত। তখন হঠাৎ করেই চারপাশের সব খাবার অস্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। ফ্রিজ খুলতে গেলে আমের জুসের বোতলটা আমাকে যেন ডাক দিত, পাশের টেবিলে রাখা বিস্কুটগুলোও আমাকে লোভাতুর চোখে তাকিয়ে দেখত।

এমন সময় মা এসে বলতেন, "তুমি এখনো ছোট, দুপুরের পর থেকে রোজা রাখলেও হবে। একটু শরবত খেয়ে নাও?"

কিন্তু না, আমি রায়হানের কাছে হারতে চাইতাম না! সে যদি পুরো রোজা রাখতে পারে, তাহলে আমাকেও পারতে হবে!

রায়হানও খুব সিরিয়াস ছিল। কিন্তু প্রতিদিন বিকেলের দিকে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আসত, চোখে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব ফুটে উঠত। আর তখনই আমাদের 'গোপন অভিযান' শুরু হতো।

দুপুরের খাবার রান্না শেষ হলে মা নামাযে বসতেন, আর আমরা দু'ভাই ধীরে ধীরে রান্নাঘরে ঢুঁ মারতাম। একদিন মা'র চোখ এড়িয়ে আমরা ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা শরবত নিয়ে এক চুমুক দিতেই ঘাড়ের পেছনে গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ টের পেলাম। ভয়ে তাকিয়ে দেখি, মা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠোঁটে রহস্যময় হাসি!

"বাহ্! তোমরা তো বেশ বড় হয়ে গেছো! গোপনে রোজা ভাঙার কৌশলও জানো!"

আমরা দু'জনেই একদম চুপ। মুখে যেন কথা হারিয়ে গেছে। মা কিছু বললেন না, শুধু ফ্রিজ থেকে আরও দুই গ্লাস শরবত বের করে আমাদের হাতে দিলেন। "যাও, বারান্দায় গিয়ে খাও, তবে সন্ধ্যার আগে মুখ ধুয়ে নিও। আব্বা জানলে কিন্তু মুশকিল!"

কিন্তু সেদিনের পর থেকে কেমন জানি একটা অপরাধবোধ তৈরি হয়েছিল। রোজা রাখা মানে শুধু না খেয়ে থাকা নয়, বরং নিজের সাথে একটা লড়াই করা। মা সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন থেকে আমরা দুপুরে আর লুকিয়ে শরবত খেতাম না। বিকেলে ক্লান্ত হয়ে গেলে শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসতাম। বুঝিয়ে দিতাম—হ্যাঁ, খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আজ না হয় একটু কষ্ট সহ্য করেই সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকি!

মাগরিবের আযান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাড়ি যেন উৎসবে মেতে উঠত। আব্বা দুআ পড়তেন, তারপর প্রথমে খেজুরটা মুখে তুলতেন। আমরা খেজুর খেতে খেতে ভাবতাম—আহ! পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার হয়তো এটাই!

ইফতারের পর আমরা উঠোনে বসে থাকতাম। মা-দাদিরা আমাদের নিজেদের ছেলেবেলার রমাদানের গল্প শোনাতেন। তারা কীভাবে কষ্ট সহ্য করে রোজা রাখতেন, কীভাবে ইফতারের পর পুরো পরিবার একসাথে বসে গল্প করতেন। আমরা অবাক হয়ে শুনতাম, আর মনে মনে ভাবতাম—আমাদের শৈশবের রমাদানও হয়তো একদিন গল্প হয়ে যাবে, কারও স্মৃতির অংশ হয়ে থাকবে।

আজ এত বছর পরেও, যখন রমাদান আসে, তখন সেই পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। এখন আর কেউ দুপুরে লুকিয়ে শরবত খেতে বলে না, এখন আর কেউ খেজুর খাওয়ার জন্য মুখ চেপে রাখে না। তবু, যখন আযানের শব্দ কানে আসে, আর খেজুরের থালা সামনে রাখা হয়, মনে হয়—শৈশবের সেই রমাদান এখনো আমার ভেতরে কোথাও বেঁচে আছে…

রুশো আরভি নয়ন
মধ্য বুধপাড়া, মতিহার, রাজশাহী

# সমাপ্ত

**প্রিয় ভাই!** আপনাদের পাশে পেলে আমরা আমাদের স্বপ্নের সোপানে আরোহণ করতে পারব। তাই আমাদের সাথে থাকুন।

টেলিগ্রাম: https://t.me/midr_as
ফেসবুক: https://www.facebook.com/midraas